



ইপসা : একটি অনন্য কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

এম জামাল উদ্দীন

শিক্ষাঙ্গণ



কৃষিপ্রধান দেশ বাংলাদেশে কৃষির ওপর জ্ঞান আহরণের জন্য বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। একটি সম্পূর্ণ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ও রয়েছে এদেশে। পাশাপাশি কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রী, উন্নতজাতের কৃষিবীজ উৎপাদন, উদ্ভাবন ও কৃষিকাজে নতুন নতুন প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের মাধ্যমে কৃষিনির্ভর বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে রয়েছে কয়েকটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। এমনি একটি প্রতিষ্ঠানের নাম ইন্সটিটিউট অফ

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার। সংক্ষেপে ইপসা। এটি ঢাকার অদূরে গাজীপুরে অবস্থিত। একে বলা যায় কৃষি ক্ষেত্রে গবেষণাধর্মী একটি অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কৃষি শিক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায়ের এই প্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদান ও ডিগ্রি প্রদান করা হয়ে থাকে।

এখানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। সাধারণ বৃত্তির ব্যবস্থাও রয়েছে। ইন্সটিটিউট অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা)-র প্রতিটি বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য অভিজ্ঞ ডিসিউয়েল সামগ্রীসহ অত্যাধুনিক সরঞ্জামসজ্জিত শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা রয়েছে। উন্নতমানের গবেষণাগারসহ এখানে রয়েছে অনুবাদ গবেষণাগার। এসব গবেষণাগারে কৃষি বিজ্ঞানের মৌলিক ও ফলিত গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি রয়েছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এখানকার গবেষণাগারসমূহ হচ্ছে উন্নত কীটতত্ত্ব গবেষণাগার, মাইক্রোবায়োলজি গবেষণাগার, টিসু কালচার গবেষণাগার, ইলেকট্রো মাইক্রোস্কোপ গবেষণাগার, ফসল শরীরবৃত্তীয় গবেষণাগার, বিশ্লেষণ গবেষণাগার, মৃত্তিকা ভৌত কাঠামো গবেষণাগার ও রাসায়নিক গবেষণাগার। এসব গবেষণাগারের গবেষণার জন্য রয়েছে প্রায় ৩৮ হেক্টর গবেষণা মাঠ। ফলিত ও মৌলিক গবেষণা কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ইপসার শিক্ষা বিভাগসমূহ হচ্ছে :

(১) জেনেটিকস এন্ড প্ল্যান্ট ব্রিডিং ডিপার্টমেন্ট বা কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, (২) হার্টিকালচার ডিপার্টমেন্ট বা উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, (৩) এগ্রোনোমি ডিপার্টমেন্ট বা কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, (৪) সয়েল সাইন্স ডিপার্টমেন্ট বা মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, (৫) এনটোমোলজি ডিপার্টমেন্ট বা কীটতত্ত্ব বিভাগ, (৬) প্ল্যান্ট প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্ট বা উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, (৭) এগ্রিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট বা কৃষি প্রকৌশল বিভাগ, (৮) এগ্রিল ইকোনোমিক ডিপার্টমেন্ট বা কৃষি অর্থনীতি বিভাগ, (৯) এগ্রিল এক্সটেনশন ডিপার্টমেন্ট বা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, (১০) এনভায়রমেন্ট এন্ড ফরেস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট বা পরিবেশ ও বনায়ন বিভাগ, (১১) কৃষি পরিসংখ্যান এবং জীবমিতি বিভাগ ও (১২) ফ্রুপ বোটানী ডিপার্টমেন্ট বা ফসল উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ।